জগজ্জ্যোতি

বা

নুরজাহান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

এবং

শ্রীবিনোদবিহারি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীগোকুলকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY MOHENDRA LALL DASS
AT THE BHARUT BUNDHOO PRESS,
134, AMHERST STREET
1882.

শ্রীশ্রীহরি।

শরণং।

প্রিয়বন্ধু—

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল বসু।

ভাই!

আমরা "নুরজাহানকে" সাদরে তোমার করে অর্পণ করিলাম, যদি তোমার কিঞ্চিৎমাত্র প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

তোমারই
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র
এবং
শ্রীবিনোদ বিহারি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যলিখিত ব্যক্তিগণ।

আক্‌বর সা—দিল্লীর সম্রাট।

সেলিম সা জাহাঙ্গীর—আক্‌বরের পুত্র।

মীরজা খাঁ—রাজমন্ত্রী।

ফরিদ—জাহাঙ্গীরের উজীর।

শের আফগান—জাহাঙ্গীরের শরীর রক্ষক

রাজ্ঞী—আক্‌বরের স্ত্রী।

মনোরমা—মানসিংহের কন্যা।

নূরজাহান—একজন বণিকের কন্যা।

অম্বালিকা—আক্‌বরের কন্যা।

ছড়িদার।

প্রহরী।

জগজ্জ্যোতি

প্রথম অঙ্ক।

—০০৯৯৫০০—

প্রথম দৃশ্য।

—**—

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

—**—

জাহাঙ্গীরের শয়নাগার।

—**—

জাহাঙ্গীর একাকী পালঙ্কে উপবিষ্ট।

জাহাঙ্গীর। হায়! নূরজাহানকে দেখিয়া অবধি আমার মন এত বিচলিত হইল কেন? এত একটি সামান্য বণিকের কন্যা মাত্র! কত কত সুন্দরী রাজকন্যাদিগকে আমি দেখিয়াছি, কৈ তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মন কখন ত এরূপ বিচলিত হয় নাই? সেই এক চিরদুখিনী মনোরমাকে দেখিয়া আমার এক কালীন মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছিল। ওঃ, সে মনোরমা এখন কোথায়, আর কি আমি এজনমে সে মনোরমাকে দেখিতে পাব? মনোরমে, এখনও আমি

তোমায় ভুলিতে পারি নাই, আর যে কখন ভুলিতে পারিব তাহাও বোধ হয় না ; মনোরমাকে মনে হলে হৃদয় শ্মশানময় হইয়া যায়, কিন্তু আবার নূরজাহানকে দেখিয়া অবধি আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। যদি নূরজাহানকে বিবাহ করিতে ''রি, তাহা হইলে মনোরমার বিরহ জনিত শোক একেবারে বিস্মৃত হইতে পারা যায়। কিন্তু নূরজাহানের সহিত, যে আমার কোনকালে বিবাহ হইবে, সে আশাও কেবল দুরাশামাত্র, এখন ঈশ্বরের মনে কি আছে বল্‌তে পারি না। (রাজ্ঞীর প্রবেশ)

জাহা। (হঠাৎ চাহিয়া দেখিয়া) মাতঃ, এই গভীররাত্রে আপনি একাকী কি নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন ?

রাজ্ঞী। বৎস, শৈল বালা নামে আমার একটী সহচরীর আজ চারি দিবস হইল জ্বর হইয়াছে, তাই আমি তাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আসিতে আসিতে, তোমার কথা শুনিতে পাইয়া এখনও তুমি কেন নিদ্রা যাওনাই তাই দেখিতে আসিলাম।

জাহা। মা, আপনার সহচরী আজ কেমন আছেন ?

রাজ্ঞী। আজ একটু ভাল আছে। সেলিম, এখনও কি তুমি মনোরমাকে ভুলিতে পার নাই ? তুমি কি সেই স্বর্ণ প্রতিমাকে এই গভীর রাত্রে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলে ? যেমন গভীর সমুদ্রে পতিত, মহামূল্য রত্নের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দুঃখ হয়, তেমনি, মনোরমা বিহনে, তোমার ও আমার ততোধিক দুঃখ হইয়াছে। হায় ! সেই মনোহর মূর্ত্তি, আমায় একবার মা বলিয়া সম্বোধন করিল না ? ওঃ, মনোরমার দুঃখ শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। মনোরমে,

যদিও আমি তোমায় দেখি নাই, কেবল মাত্র তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া যখন আমার এরূপ দুঃখ হইয়াছে, তখন তোমার হৃদয়বল্লভের যে সাতিশয় দুঃখ হইবে তাব আর সন্দেহ কি। কিন্তু সেলিম, সে সকলি বিধির নির্ব্বন্ধ, তা না হলে সেই তরুণ বয়স্কা সরলা বালিকাকেই বা কেন এরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে হইবে। যা হোক, তুমি সে সকল চিন্তাকে আর মনেও স্থান দিও না।

জাহা। মাতঃ, মনোরমার নিমিত্ত আর আমি বৃথা দুঃখ করি না। মনোরমা আমার নয়, মনোরমা এ জগতে কাহারও হইল না। কিন্তু মা, মনোরমা আমাকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসিত। কেন সেই হতভাগিনী, পিতার মৃত্যুকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল ; তা না হইলে তাহাকে চিরদুঃখিনী হয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত না। মনোরমে, তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র ধন, ভাবি দিল্লীশ্বর জাহঙ্গীবের স্ত্রী, ভারতের একাধীশ্বর আকবরের পুত্রবধূ হইতে। মা, এতদিনে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু নূরজাহানকে দেখিয়া অবধি আমার আশালতা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়াছে। নুরজাহানকে বিবাহ করিবার অনুমতি পিতার নিকটই বা কিরূপে প্রার্থনা করি ? এক্ষণে আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে নুরজাহানকে বিবাহ করিয়া মনোরমার বিচ্ছেদজনিত শোক একবারে বিস্মৃত হইতে পারি।

রাজ্ঞী। সেলিম, তুমি কি নূরজাহানকে ভাল বাস, তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর ?

জাহা। মাতঃ, নূরজাহানকে দেখিয়া অবধি আমি একেবারে পাগলের মত হইয়াছি। যত দিন না সেই রমণীরতন আমারি হইল বলিয়া জানিতে পারি, যতদিন না সেই স্বর্ণ-প্রতিমাকে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি, ততদিন আর আমার হৃদয়ে সুখ নাই। আমার সুখ সেই একমাত্র মনোরমার উপর নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু পাষাণ হৃদয়িণী, যখন আমায় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন আমি সকল সুখের আশা একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। হায়! বৃথা আমি কেন মনোরমাকে ভর্ৎসনা করিতেছি। সে তো স্বইচ্ছায় আমায় পরিত্যাগ করে নাই। সে পিতৃ আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অজেয় প্রতাপ সিংহ কি নিষ্ঠুর! কেমন করে সে, সেই কোমল বালিকাকে ভৈরবীর বেশ ধারণ করিতে আদেশ করিল? হায়! যে মনোরমা আজ মহামূল্য কিংখাপের বস্ত্র পরিধান করিয়া মনোহর অট্টালিকায় বাস করিত, আজ সেই মনোরমা গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া শ্মশানে শ্মশানে, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে, সে যাহা হইবার তা ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে, মা আমার সুখ নূরজাহানের উপর নির্ভর কর্‌চে। কিন্তু আপনার অনুগ্রহ ব্যতিত আমার অন্য কোন উপায় নাই।

রাজ্ঞী। সেলিম, তুমি নূরজাহানের পাণিগ্রহণ করিবার আশা একবারে পরিত্যাগ কর। তোমার বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি, কি একবারে লোপ পাইয়াছে? তুমি দিল্লীশ্বরের পুত্র ও

আকবরের উত্তরাধিকারি হয়ে একটি সামান্য বণিকের কন্যার প্রণয়পাশে বদ্ধ হতে যাইতেছ? তুমি পৃথিবীর যে রাজকন্যাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বিবাহ করিতে পার, তোমার পক্ষে কি ইহা সাজে? এ বিবাহে সম্রাটের মত হওয়া দূরে থাকুক, আমার ত তিল মাত্র মত নাই। তবে যদি তুমি আমাদিগের অজ্ঞাতসারে নুরজাহানকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সিংহাসনের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর।

জাহা। মাতঃ, নুরজাহান যাহার স্ত্রী হইবে, সে এই সামান্য ভারতের কি, সমস্ত পৃথিবীর একাধিশ্বরত্ব পরিত্যাগ করিলেও বাহুল্য বলা যায় না। আমি রাজ্যের আশা, অনেক দিবস হইতে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনি এ বেস জান্‌বেন যে, সেলিম কেবল রাজ্যলোভের আশায়, এখনও জীবিত থাকে নাই। যদি আমি নুরজাহানকে বিবাহ করিতে না পারি, এ জীবন পরিত্যাগ করিব, না হয় মনোরমা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, আমিও সেই ব্রত অবলম্বন করিব।

রাজ্ঞী। বৎস, অদ্য রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে চিন্তা দূর করিয়া নিদ্রা যাও।

(রাজ্ঞীর গৃহ হইতে প্রস্থান)

(জাহাঙ্গীরের পালঙ্কোপরি শয়ন)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

-**-

রাজ্ঞীর শয়নাগার

আক্‌বর সা এবং রাজ্ঞী পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট।

আক্‌বর। প্রিয়সি, এক্ষণে আসি।

রাজ্ঞী। নাথ, ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, আমি আপনাকে কোন গুপ্ত কথা বলিব।

(গৃহমধ্যে একজন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজ, সভাস্থ সমস্ত লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কেবল আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।

আক্‌বর। আচ্ছা বলগে যাও আমি যাচ্চি।

(প্রহরীর প্রস্থান)

আক্‌বর। আর আমি এখানে বিলম্ব করিতে পারি না, রাত্রিতে সব শোনা যাবে এখন।

রাজ্ঞী। নিতান্তই যদি না শোনেন, তাহা হইলে আর আপনার শুনে কাজ নাই।

আক্‌বর। এক্ষণে অতি সংক্ষেপে বলে যাও। না শুনে গেলে দেখ্‌চি আমার বাপেরও বাঁচওয়া থাক্‌বে না।

রাজ্ঞী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মহারাজ, বণিক আবদুল রহমানের কন্যা নুরজাহানের প্রতি সেলিম অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছে।

আক্‌বর। কি! সেলিম, প্রিয়পুত্র জাহাঙ্গীর, যাহাকে আমি এই বিস্তীর্ণ ভারতের সম্রাট করিয়া পরলোকে গমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেই কিনা একটি সামান্য বণিকের কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে! ইহাতে আমার বেস বোধ হয় যে, সেলিম, রাজনীতি কিছুই শিক্ষা করে নাই।

রাজ্ঞী। সেলিম ছেলেমানুষ, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সবে পঁচিশ বৎসরে পা দিয়েচে বইত নয়, এখন রাজনীতি টাজনীতি আর কি শিক্ষা করিবে।

আক্‌বর। প্রিয়সি, তুমি কি শোননি যে, আমি দ্বাদশ বৎসরের সময় এই ভারতের অধীশ্বর হয়ে, কত বুদ্ধি কৌশলে শত্রু হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়াছি; সেই বাল্যাবস্থায় স্বয়ং পানি-পট ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া হিমুকে পরাভূত করিয়াছি; ষোড়শ বৎসরের সময়, প্রায় বিদুরের তুল্য বুদ্ধিমান মান্যবর বয়রাম খাঁর হস্ত হইতে কেমন বুদ্ধি কৌশলে রাজকার্য্য সকল স্বহস্তে আনিয়াছি? সেই অল্প বয়সে, রাজপুতনায় আর যে কত দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছি, তাহা শুনিলে তোমার কোমল হৃদয় এখনি ব্যথিত হইবে। সে যাহা হউক, তুমি নুরজাহানকে একটু সতর্ক করে দিও, যেন সে সেলিমের নিকট কখন না যায়। শীঘ্রই আমি সুপাত্র দেখিয়া নুরজা-হানের বিবাহ দিব।

রাজ্ঞী। আমি অদ্যই এক সময়ে নুরজাহানের সহিত দেখা করিয়া, তাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিব।

আক্‌বর। মহিষী, তবে এখন আমি আসি।

(আক্‌বারের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

আক্‌বারের রাজসভা।

আক্‌বর। মন্ত্রীবর, বেলা অধিক হইয়াছে, এক্ষণে সভাস্থ লোকদিগকে বিদায় দিন।

মীরজা। যে আজ্ঞা মহারাজ, (মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ সমস্ত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয়গণ, বেলা অধিক হইয়াছে, আক্‌বর সা আর আপনাদিগকে অধিক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না, এক্ষণে, তাঁহার আদেশানুক্রমে আমি আপনাদিগকে বিদায় দিলাম।

(মন্ত্রী এবং আক্‌বর সা ব্যতিত সভাস্থ সমস্ত লোকদিগের প্রস্থান)

আক্‌বার। (মন্ত্রীর প্রতি মুখ ফিরিয়া) মন্ত্রীবর, আজ আমি একটি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, দেখ, যে আক্‌বর অচল হিমাচলের ন্যায় সৈন্য মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া পানিপট ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে, যে আক্‌বর নির্ভয়ে প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে আক্‌বর অনায়াসেই বিস্তীর্ণ বঙ্গভুমি জয় করিয়াছে, যে আক্‌বর বুদ্ধি কৌশলে মহাবুদ্ধি বয়রাম খাঁর হস্ত হইতে সমস্ত রাজকার্য্য হস্তগত করিয়াছে, আজ সেই আক্‌বার একটি গৃহসম্বন্ধীয় কর্ম্মের কিং কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারিতেছে না। মীর্‌জা খাঁ, আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম যে, রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন, আমার সে বিশ্বাস কেবল ভ্রমমাত্র, লোকে

সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে২ এরূপ সমস্যায় পড়িতে পারে যে আলেক্‌জান্দার এবং সীজার তাহা মীমাংসা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

মন্ত্রী। উঃ, আক্‌বর সা স্বয়ং যে বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না, উহা যে এ জগতে আর কেহ শীঘ্র মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু মহারাজ, যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিপদের কারণ আমাকে বলেন, তাহা হইলে উহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নবান হই।

আক্‌বর। মন্ত্রীবর, বণিক আবদুল রহমনের কন্যা নূরজাহানের প্রতি সেলিম অত্যন্ত আশক্ত হইয়াছে। দেখ, রাজাদিগের কি বিবাহ করিলেই হইল? রূপে মহিত হইয়া বিবাহ করাই রাজাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। রাজনীতিজ্ঞ রাজারা কোন কোন সময় রাজ্যলাভের আশায়, কোন কোন সময় দুর্দ্দান্ত শত্রুকে বসে আনিবার নিমিত্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। রাজ্য আশা, কিম্বা ধন আশা, আর আমার নাই,—আমার এমন কোন অজেয় শত্রুও নাই যাহার সহিত কুটুম্বিতা করা অত্যন্ত আবশ্যক, এবং সেলিমের সহিত নূর-জাহানের বিবাহ দিবার আমার অন্য কোন আপত্তিও নাই, কেবল আমি লোকাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি। আপনি তো জানেন লোকাপবাদে কিনা ঘট্‌তে পারে। লোকাপ-বাদ এমনি ভয়ঙ্কর যে প্রবল পরাক্রমশালী রাজাদিগের ও রাজ্য অনায়াসেই ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সেই প্রতাপ সিংহের কন্যা মনোরমাকে, অরণ্যে হারাইয়া, সেলিম,

ত একেবারে পাগলের মত হইয়াছে। আবার যদি নুর-জাহানকে অন্য কাহার সহিত বিবাহ দি, তাহা হইলে সেলিমকে প্রাণে বাঁচান ভার হইয়া উঠিবে। প্রিয় পুত্র জাহাঙ্গীরের মৃত্যু আমি সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এ বৃদ্ধাবস্থায় লোকাবাদ সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার দেখ্‌চি।

মীরজা। নুরজাহান অতি সামান্য লোকের কন্যা বটে, কিন্তু উহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না উহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?

আক্‌বর। সে যাহা হউক, নুরজাহানের সহিত সেলিমের বিবাহ কোন প্রকারেই দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে, প্রজারা এই রব তুলে দেবে যে আক্‌বার সা বৃদ্ধাবস্থায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা না হইলে কি একটি সামান্য বণিকের কন্যার সহিত রাজকুমারের বিবাহ দেন?

মীরজা। আপনি পরলোকে গমন করিলে জাহাঙ্গীর অনায়াসেই নুরজাহানকে বিবাহ করিতে পারিবে।

আক্‌বর। মন্ত্রীবর, আমি এ বেশ বলিতে পারি, যে আক্‌বর সার পুত্রের স্বভাব এরূপ নীচ নয় যে, সে পরস্ত্রীর মুখ দর্শন করবে। আর যদি আপনি সে আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে, সেলিমের একটি সামান্য ভৃত্যের সহিত আমি নুর-জাহানের বিবাহ দিব, তাহা হইলে সে এজন্মে নুরজাহারের কথা আর মুখে আনবে না।

মীরজা। আজ্ঞে হ্যাঁ এ উত্তম পরামর্শ।

আক্‌বর। উঃ কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল, এখন তবে আপনি আস্থন। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—**—

পাঠমন্দিরে দুঃখিতভাবে জাহাঙ্গীর উপবিষ্ট

জাহাঙ্গীরের ভগ্নি অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বা। দাদা, আজ আপনি এমন বিমর্ষভাবে কেন বসিয়া আছেন? আজ যে আপনি এখনও রামায়ণ পাঠ করিতেছেন না? মা, কি আপনাকে কিছু বলেছেন?

সেলিম। না অম্বালিকে, মা আমায় কিছুই বলেন নাই।

অম্বা। তবে আপনার এরূপ দুঃখিত ভাবের কারণ কি?

সেলিম। অম্বালিকে, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি আমার "দুঃখিত ভাবের" কথা শুনিয়া আর কি করিবে। তুমি একবার তোমার সহচরী, নূরজাহানকে আমার নিকটে ডেকে দাও।

অম্বা। কেন দাদা, আপনি কি তাকে কোন পুত্তলিকা দেবেন?

সেলিম। হ্যাঁ।

অম্বা। দাদা, আমায় একটি দিন না।

সেলিম। আচ্ছা, এই নাও, (অম্বালিকার হস্তে একটি স্বর্ণের পুত্তলিকা প্রদান।) দেখ পুতুলটি পাইয়া, যা বল্লুম, যেন আবার ভুলে যেও না।

অম্বা। ভুলবো কেন, আমি তাকে এখুনি সঙ্গে করে নিয়ে

আস্‌চি। কিন্তু তাকে আমার চেয়ে ভাল পুত্তলিকা দিলে আমি এটী নোব না।

(প্রস্থান)

(কিঞ্চিৎ পরে অম্বালিকার সহিত নুরজাহানের গৃহ প্রবেশ।)

নুরজাহান। রাজকুমার, আপনি এ হতভাগাগিনীর প্রতি আজ কি নিমিত্ত এরূপ সদয় হইয়াছেন? (সেলিম অবনত মস্তকে উপবিষ্ট) (অম্বালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) অম্বালিকে, তোমার আমার সহিত এরূপ পরিহাস করা উচিত হয় নাই। তুমি আজ আমায় রাজকুমারের নিকট যে কি পর্য্যন্ত লজ্জায় ফেলিয়াছ, তাহা ঈশ্বরি জানিতে পারিতেছেন। তখনি ত আমি তোমায় বলিয়াছিলাম যে, রাজকুমার আমায় কি নিমিত্ত ডাক্‌বেন, আর কি নিমিত্তই বা তিনি আমায় পুত্তলিকা দিতে চাহিবেন। উনি আমায় চেনেন্ না, এবং আর কখন, কোথায় দেখেচেন্ কি না সন্দেহ।

অম্বা। নুরজাহান ভাই আমি সত্য বলছি, দাদা তোমায় ডেকে দিতে বলেছিলেন, তাই আমি তোমায় ডেকে এনেছি, আমার এতে কোন দোষ নাই।

নুর। অম্বালিকে, আর আমি তোমার কথায় ভুলি না।

অম্বা। দাদা, আপনি নুরজাহানকে ডাকেন্ নি? আপনি ওকে পুত্তলিকা দিন, আর নাই দিন, আপনি যে ওকে ডেকেছেন একথাটি একবার বলুন। তা, না হলে, ও কখন আমার সঙ্গে আর খেল্‌বে না।

নুর। তুমি কি, জোর করে ওকে বলাবে নাকি?

অম্বা। আর তোমার আমার উপর অত রাগ করিতে হইবে না?

পুতুল পেলে তো সব গোল মিটে যাবে? তুমি এই খানে দাঁড়াও, আমি আমার পুতুলটি তোমায় এনে দিতেছি।

(অম্বালিকার গৃহ হইতে বহির্গমন)

নুর। আমি আর তোমার পুত্তলিকাটি চাই না, আমি চল্লেম।

(গমনোদ্যত)

সেলিম। নুরজাহান, তুমি অম্বালিকাকে আর বৃথা ভৎর্সনা করিও না। আমিই তোমাকে পুত্তলিকা দিবার নিমিত্ত ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু নুরজাহান, আমি তোমাকে যে পুত্তলিকাটি দিব, ইহা মৃত্তিকার নয়, রৌপ্যের নয়, স্বর্ণের নয়, কিম্বা মহামুল্য হিরকেরও নয়; ইহা একটী সজীব পুত্তলিকা, ইহা দিল্লীশ্বর আক্‌বরের ভাবি উত্তরাধিকারী; বোধ হয়, এই পুত্তলিকাটীর সহিত তুমি এক দিবস, বিস্তীর্ণ ভারতভুমি শাসন করিতে পারিবে; এখন বল দেখি নুরজাহান, তোমার এই পুত্তলিকাটি কি মনে ধরে?

নুর। আমি এত কি সৌভাগ্য করিয়াছি, যে আক্‌বর সার পুত্রবধু হইব? তবে যদি পূর্ব্ব জন্মের, কোন স্বকৃতিবলে হইতে পারি জানি না।

সেলিম। নুরজাহান, তুমি এ বেস জেনো, যে তুমি ব্যতিত আমার হৃদয়ে আর কেহই স্থান পাইবে না।

নুর। রাজকুমার, আপনিও এ বেস জানিবেন, যে অদ্যাবধি নুরজাহান আপনার দাসী হইল। কিন্তু সম্রাট এ দুঃখিনীকে পুত্রবধু করিবেন কি, তাহা তো বোধ হয় না।

সেলিম। সে নিমিত্ত তোমার চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। যদি পিতা আমাকে তোমায় বিবাহ করিতে না দেন, কোন

ক্ষতি নাই, আমি সিংহাসনের আশা জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সঙ্গে কোন নিবীড় অরণ্যে বাস করিব ; ইহাও আমার পক্ষে সহস্রগুণে সুখকর হইবে। কিন্তু তোমা বিহনে আমার দিল্লীতে থাকা দূরে থাকুক, এ পৃথিবীতে থাকাও দুষ্কর হইবে।

নুর। রাজকুমার, বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, আর আমার এখানে থাকা ভাল দেখায় না, আমি চল্লেম।

জাহা। আচ্ছা এস, কিন্তু বল, আবার কখন আমি তোমার দেখা পাইব ?

নুর। যখনি মনে করিবেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—**—

(নুরজাহান শয়নাগারে উপবিষ্ট)

নুর। আমি এত কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হইব ? আমি ত একে একটি সামান্য বণিকের কন্যা, তাতে আবার অম্বালিকার দাসী ;—জাহাঙ্গীর আকবরের পুত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ; অচিরে তিনিই ভারতের অধীশ্বর হইবেন। উঃ, স্বপ্নেও জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর। যখন তিনি সম্রাট হইবেন, তখন কত শত সুন্দরী রাজকন্যা তাঁহার পদতলে গড়াগড়ি যাইবে। কিন্তু রাজ

কুমারত আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি আমা ব্যতিত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। আর যদি তিনি নিতান্তই নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করেন, কি করিব, যখন তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আর উপায় নাই, আমি এখন তাঁহার ভগিনীর দাসী তখন না হয় তাঁহার স্ত্রীর দাসী হইব ; তাহা হইলে, হৃদয়বল্লভকে এক একবার চক্ষের দেখাও তো দেখিতে পাইব।

(একটি দাসীর বেশে, অন্য একটি দাসীর সহিত রাজ্ঞীর হঠাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ)

রাজ্ঞী। কিলো, বসে বসে আপ্‌নি কি কোর্‌ছিলি ?

নূর। কি আবার বোক্‌বো।

রাজ্ঞী। এই যে কি হৃদয়বল্লভ, টিদয়বল্লভ কোর্‌ছিলি। হ্যাঁলো আমরা কি কেউ নই লা, আমরা কি একবার তোর হৃদয়বল্লভের কথা বার্ত্তাটাও শুনিতে পাইব না ? আমাদের কাছে আর লুকুস্‌নি, আমরা এই দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনিয়াছি।

নূর। তবে আর আমায় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

রাজ্ঞী। (দাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া) নূরজাহান তুই আমার পুত্রকে বিবাহ করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ কর্। তুই আক্‌বরের কৃতদাসী হয়ে কেমন করে তাঁহার পুত্রবধূ হইতে ইচ্ছা করিলি ? এ বসন ভূষণগুলি আবার তোকে কে দিলে ? এই সব পরে সেলিমের সম্মুখে বেড়িয়ে বেড়িয়ে তাকে একেবারে পাগলের মত করে তুলিছিস্। এখনি এ সব পরিত্যাগ করে, আমার এই কাপড়খানি পর

(রাজ্ঞীর পরিত্যক্ত কাপড়খানি নূরজাহানের হস্তে প্রদান এবং ক্রন্দন করিতে করিতে নূরজাহানের কাপড় পরিধান ।) তুই জানিস্, যে সম্রাট যদি এতদূর জানিতে পারেন, তাহা হইলে তোকে এখনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এবারে তোকে ক্ষমা করিলাম, আর তুই যদি সেলিমের কাছে বেরুস, তাহা হইলে আমি সম্রাটকে সব কথা বলে দিব। (রাজ্ঞীর গমনোদ্যত) হ্যাঃ, আর এক কথা তোকে বল্‌তে ভুলে গেলুম, সম্রাট শীঘ্রই তোর বিবাহ দিবেন। (রাজ্ঞী গমন করিতে করিতে) উঃ, একে এই মোহিনীমূর্ত্তি, তাহাতে আবার বসন ভূষণ পরিলে আর কি রক্ষা আছে !

(রাজ্ঞীর প্রস্থান)

(নূরজাহান কাঁদিতে কাঁদিতে গবাক্ষদ্বারে গিয়া গান করিতে লাগিলেন ।)

রাগিনী পাহাড়িয়া তাল তিওট ।

সহিতে না পারি আর পুরুষ বচন ।
না ভেবে যৌবন তারে, কেন করিনু অর্পণ ।
হায় ! কেন ফুলবানে, অস্থির হইয়ে প্রাণে,
রাজার মহিষি হতে, করিনু মনন্ ।
এখন ভাবিলে আর, উপায় কি আছে তার,
ভাবিতে উচিত ছিল, প্রীতিজ্ঞ যখন ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজবাটীর প্রান্তরস্থিত "প্রমোদকানন"।

উদ্যানে জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহা। হায়! "প্রমোদকানন" আজ কি মনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছে। প্রতিদিন রাত্রিকালে আমি এই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসি, কই, এরূপ শোভা ত একদিনও দেখি নাই, বুঝি বনদেবী আজ আমার আনন্দে আনন্দিত হইয়াই এই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। আহা! চন্দ্রমারই বা কি মনোহর জ্যোতি, চন্দ্রমা, এ হতভাগোর আনন্দে তোমার কি আজ আনন্দ হইয়াছে। না বহুদিবস পরে তোমার কোন মনের মানুষকে পাইয়া, আলু থালু ধূলি মাখা বসন ভূষণগুলি, পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? আজ ঐ বট বৃক্ষটিরই বা কি শোভা! বোধ হয়, যেন বনদেবী স্বয়ং ঐ বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন। আঁঃ, এই গভীর রাত্রে (বট বৃক্ষের পার্শ্বস্থিত) ঐ বাতায়নে সুমধুরস্বরে ও কে গান করিতেছে? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আপনি কি কোন স্বর্গীয় বিদ্যাধরী না কোন জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুৎ?

নুর। (দুঃখিত ভাবে) একি এ যে দেখ্‌চি হৃদয়েশ্বর জাহাঙ্গীর। ইনি এত রাত্রে একাকী উদ্যানে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? অ্যাঃ, উনি আবার যে আমার দিকেই ত আসিতেছেন। (সেলিম বাতায়নের নিকটে আসিলে অশ্রুনয়নে) সেলিম, জাহাঙ্গীর, প্রাণনাথ! আর কেন আমায় দেখা দিয়া বৃথা প্রেমসাগর উথলিয়া দেতেছন, শীঘ্রই আমায় আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সেলিম। কি নূরজাহান, তোমাকেও কি আমায় এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে হইবে? (মূর্চ্ছা হইয়া পতন)

(দ্রুতবেগে নুরজাহানের উদ্যানে প্রবেশ)

জাহা। (মস্তক তুলিয়া) উঃ, যে তৃণখণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আমি এই বিস্তীর্ণ প্রেমসাগর পার হইতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহাই আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। প্রিয়সি! তুমিও কি আমায় মনোরমার মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? নূরজাহান, তুমি কেমন করে ঐ কোমল হৃদয় পাষাণ দিয়া বন্ধন করিয়াছ? জীবিতেশ্বরী, কেমন করে বিচ্ছেদের কথা তোমার মুখ দিয়া বহিষ্কৃত হইল? প্রিয়ে, কোন্ নিষ্ঠুর, ঐ কোমল পদ্মটি আমার বক্ষঃস্থল হইতে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে?

নূর। প্রাণনাথ, আমার কত আশা মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে সকলি এখন কেবল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য সন্ধ্যাকালে রাজমহিষী অনেক ভৎর্সনার পর বলিয়া গেলেন, যে সম্রাট শীঘ্রই আমার বিবাহ দিবেন।

জাহা। উঃ, পিতা কি নিষ্ঠুর! নুরজাহানকে আমার বক্ষঃস্থল

হইতে লইয়া কাহার হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন? নুরজাহান তুমি যেরূপ রূপবতী, ইহাতে আমি তোমার যোগ্য পাত্র, ভারতবর্ষেত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। তোমার যোগ্য পাত্র বৃদ্ধ আকবর সা, না হয় তাঁহার উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর। আকবর সা, বৃদ্ধাবস্থায় বালিকার পাণিগ্রহণ কথনই ত করিবেন না। কিন্তু বলিতে পারি কি. জগতের ত এই রীতিই দেখিতে পাইতেছি, যে, সুন্দরী স্ত্রী পাইলে, পুত্রের বিবাহ দিবার কথা ভুলিয়া গিয়া, রাজারাই বিবাহ করিয়া ফেলেন। কিন্তু সম্রাটই হউন, বা, একটি সামান্য ব্যক্তিই হউক, আমি জীবিত থাকিতে তোমায় কাহাকেও বিবাহ করিতে দিব না। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধের পর) প্রিয়সি, আর তোমায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে না। আমি এখনি যাইয়া নিদ্রিত পিতাকে বধ করিগে, তাহা হইলে কল্য আর তোমায় আমার নিকট হইতে কে নিয়ে যায়?

নুর। নাথ, আপনি এ গর্হিত কর্ম্মে, কথনই প্রবৃত্ত হইবেন না; দেখুন, পিতৃ হত্যার পাপ, আপনার রাখিবার আর স্থান হইবে না। আপনি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। যদি কোন উপায় না পান, তাহা হইলে ঐ তরবারির দ্বারা আমাব মস্তক ছেদন করিয়া সকল গোল মিটাইয়া দিন।

জাহা। প্রিয়সি, আমায় আর বাধা দিও না, আমি চল্লেম।

(কটিদেশ হইতে ছুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া জাহাঙ্গীরের প্রস্থান, এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নুরজাহানের গমন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—**—

আক্‌বর সার শয়নাগার

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ, নুরজাহান দ্বারে দণ্ডায়মান।

(জাহাঙ্গীর ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আক্‌বরের নিকট আস্তে আস্তে গমন। যেমন জাহাঙ্গীর আক্‌বরের বক্ষঃস্থলে ছুরিকা আঘাত করিতে গেলন, অমনি হস্ত কম্পিত হইয়া ছুরিকা পতন এবং আক্‌বরের নিদ্রাভঙ্গ।)

আক্‌। সেলিম, এই গভীর রাত্রে কি নিমিত্ত তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ? তোমার হঠাৎ কি কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? কেন বৎস, ধৃত দস্যুর ন্যায় তোমার শরীর কম্পিত হইতেছে? তুমি কি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ তাই আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ? (হঠাৎ চমৎকৃত হইয়া) একি! ছুরিকা এখানে কে নিয়ে এল? সেলিম, এ তোমারই কাজ। তুমিই সেই পিশাচীনির প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। সেলিম, এখনি আমি তোমার প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা দিতাম, কিন্তু বাল্যকালাবধি আমি তোমায় প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতাম। তাই আজ তোমার প্রাণ রক্ষা হইল। দরজায় কে আছিস্?

প্রহরী। মহারাজ আজ্ঞা করুন (প্রহরীর প্রবেশ)।

আক্‌বর। এ কে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখগে (জাহাঙ্গীরের প্রতি) যাও, সেলিম চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে বাস করগে।

(অপর একটি দ্বার দিয়া নুরজাহানের গৃহ মধ্যে প্রবেশ)

। সেলিম, তুমি কি আমায় চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ। আর কি আমার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না? হৃদয়েশ্বর, যদিও কোনকালে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতাম, সে আশা লতাও সমূলে উৎপাটিত করিলে। মহারাজ, (আক্‌বরের প্রতি) আমিই জাহাঙ্গীরের কারাবাসের একমাত্র কারণ, আপনি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখুন।

আক্। নুরজাহান, তোর উপরেও আমার বেশ সন্দেহ হইতেছে। তুই বোধ হয় এই ষড়যন্ত্রে ছিলি। যাহা হউক, তোকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রহরী একেও একটি ঘরে বন্দি করিয়া রাখ্‌গে, কাল্ সকালে একে রাজ সভায় নিয়ে যাস্।

(প্রহরী উভয়ের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

আক্‌বরের রাজসভা

প্রহরী। মহারাজ, নুরজাহানকে আনা হইয়াছে।

আক্‌। নুরজাহান, তুমি প্রভূত ধনশালী বণিক আবদুল রহমনের কন্যা নহ, তুমি পারস্য দেশীয় একটি সামান্য বণিকের কন্যা মাত্র, তোমার পিতা মাতা যখন ভারতবর্ষে আসিতেছিল, সেই সময় তোমার জন্ম হয়। তোমার পিতা তোমায় পথি মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আবদুল্‌ রহমন তোমায় কুড়াইয়া লইয়া আমার নিকটে আসেন। আমি তোমার রূপ লাবণ্য দেখিয়া, এক সহস্র মুদ্রায় তোমায় ক্রয় করিয়া লই। তুমি বয়স প্রাপ্ত হইলে অম্বালিকার সহচরী করিয়া দি। নুরজাহান, আমি তোমায় আপনার কন্যার মত ভাল বাসিতাম ; এবং নিশ্চয়ই কোন উজীর পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিতাম। কিন্তু যখন আমি জানিতে পারিলাম, যে তুমি জাহাঙ্গীরের সহিত অভিসন্ধি করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখনি তোমার প্রতি আমার সে মমতা গিয়াছে। উঃ, আমি কি এতদিন কালসাপিনীকে গৃহে প্রতিপালন করিয়া ছিলাম। দেখ, রাক্ষসী, যে জাহাঙ্গীরের ভর্য্যা হইবার নিমিত্ত, তুই প্রতিপালক, দেশের সম্রাটকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি , আজ তার শরীর রক্ষক শের আফগাণকে তোকে বিবাহ করিতে হইবে।

নুর। মহারাজ, (অবনত মস্তকে)

আক্। পাপীয়সী, আর আমি তোর কোন কথাই শুনিতে চাহি না। মন্ত্রীবর, কৃতদাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দয়া করা যাইতে পারে? প্রহরী শীঘ্র শের আফ্গানকে এখানে নিয়ে আয়।

(কিয়ৎক্ষণ পরে সের আফ্গানের দ্বার দেশে উপস্থিত।)

প্রহরি। মহারাজ! শের আফ্গানের শরীর দরজা দিয়া গলিতেছে না।

(সভাস্ত সমস্ত লোকের হাস্য)

আক্বর। আচ্ছা পশ্চিমদিগের দ্বার দিয়ে নিয়ে আয়।

(শের আফ্গানের প্রবেশ)

শের। (যোড়হস্তে) মহারাজ, কি নিমিত্ত আমায় ডাকিয়াছেন, আজ আমায় কাহার সহিত কি মল্ল যুদ্ধ করিতে হইবে?

হরভাড়। হঁ্যা হে মল্ল যুদ্ধই বটে, কিন্তু রোজ বড় বড় পালওয়ানকে পরাজিত করিয়া সম্রাটের নিকট বড় খোস্‌নাম নিয়ে যাও, কিন্তু আজ ঐ——

আক্। শের আফ্গান ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করবি।

শের। মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন। দেখুন, যে এক শত মুদ্রা আমি রাজভাণ্ডার হইতে বেতন পাই, উহা আমার খাইতে পরিতেই কুলায় না। এর উপর আবার বিয়ে করে কি করিব আর?

আক্। আচ্ছা তুই যদি ওকে বিবাহ করিস, তাহা হইলে তোকে একটা যাইগীর দেওয়া যাইবে।

শের। তাহা হইলে আমার বিবাহ করিবার আপত্তি কি?

আক্‌বর। আচ্ছা তোমায় বর্দ্ধমান যাইগীর স্বরূপ দেওয়া গেল। কিন্তু তোমায় একটি কাজ করিতে হইবে তুমি দিল্লীতে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না। আমি ঐ কুহকিনীকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। এখনি ওকে লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা কর্।

আক্। নূরজাহান তুমি শের আফ্‌গানের সঙ্গে যাও।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—**—

(আক্‌বরের মৃত্যুশয্যায় শায়িত)

রাজ্ঞী মন্ত্রী এবং চিকিৎসক উপবিষ্ট।

আক্‌বর। মন্ত্রীবর! আমি মনে করিয়াছিলাম যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একধর্ম্ম অবলম্বন করাইয়া পরোলোকে গমন করিব; কিন্তু সে আশা বৃথা হইল, মীরজা খাঁ, যদি আমি এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্মা অবলম্বী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বহু কষ্টে স্থাপিত এই ভারত রাজ্য কখনই ধ্বংস হইত না। মন্ত্রীবর, হিন্দুদিগের উপর মুসল-

মানেরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিবে। এবং যেমন হিন্দু কর্ত্তৃক ভারতরাজ্য, মুসল মানদিগের হইয়াছে, তেমনি হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক ইহা আবার অপরের হস্তে ন্যস্ত হইবে। মীর্জা খাঁ, আপনি এ বেশ জানবেন, যে হিন্দুদিগের অসাধ্য কার্য্য নাই। ওঃ, আমার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে। একটু জল—

(রাজ্ঞী কর্ত্তৃক আক্‌বরের মুখে জল প্রদান)

ক্। মন্ত্রীবর, মৃত্যুকালেও আমি ভারতবর্ষের মমতা ভুলিতে পারিতেছি না, দেখ কত কষ্টে যে আমি এই ভারত রাজ্য শত্রু শূন্য করিয়াছি, তাহা মনে হলে হৃদয় এখন কম্পিত হয়। উঃ, স্বধু কি আমারি ক্লেশ! পিতা এবং পিতামহের এক দিনের ক্লেশ আমায় সহ্য করিতে হইলে সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। দেখ মীরজা খাঁ, ভারতের ভবিষ্যতের সুখ এখন আমারই হস্তে—আমি যদি সেলিমকে রাজ্য না দিয়া অন্য কোন পুত্রকে প্রদান করি, তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধে এই মনোহর ভারত রাজ্য শীঘ্রই ছারখার হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি আমি জাহাঙ্গীরকে রাজ্য দিই, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে কিছুদিন রাজ্য চলিতে পারে। ওঃ, তবে কি আমার হন্তারককে রাজ্যে অভি ষেক করিব? হাঁ তাহাই করিতে হইল। যে রাজ্য চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া স্থাপন করিয়াছি, উহা স্বহস্তে কিরূপে ধ্বংস করি? না কখনই তাহা করা হইবে না। কে আছিস্ শীঘ্র যেয়ে কারাগার হইতে জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আয়।

(এক জন প্রহরীর দ্রুতবেগে গমন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে
সেলিমকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রবেশ)

আক্‌বর। ওঃ, বুক যায়, আর প্রাণ বাঁচে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, জাহাঙ্গীর আসিয়াছেন।

(জাহাঙ্গীরের আক্‌বরের নিকটে গমন)

আক্‌বর। সেলিম, বস। দেখ অনেক কারণে এবং অনেক বিবেচনার পর পিতৃহন্তারককে রাজ্য দিয়ে গেলাম। এই নাও ধনাগারের চাবি লাও। (জাহাঙ্গীরের হস্তে ধনাগারের চাবি প্রদান) ওঃ, তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে যায়, একটু...জ...ল।

(আক্‌বরের মৃত্যু।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজসভা।

সিংহাসনোপরি জাহাঙ্গীর উপবিষ্ট।

জাহা। সেনাপতি শের আফগানকে কি পত্র লেখা হইয়াছে?

সেনা। আজ্ঞে হাঁ, তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি। এবং আপনার অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, পাঁচ শত সৈন্যও পাঠাইয়াছি।

যদি পত্রানুসারে শের আফগান নুরজাহানকে ছেড়ে না দেয়
তাহা হইলে তাহারা বলপূর্ব্বক লয়ে আস্‌বে।

জাহা। এত বিচক্ষণ সেনাপতির কার্য্যই বটে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—**—

(ফরিদ দশজন সৈন্যের সহিত শের আফগণের
বাটির দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

ফরিদ। প্রহরী, তুমি শের আফগাণকে বলগে যে উজীর
ফরিদ খাঁ, তাহার জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রহরি। যে আজ্ঞা।

(কিয়ৎক্ষণ পরে শের আফগাণের দ্বারদেশে আগমন)

শের। মহাশয়, আপনার কি দিল্লী হইতে আসা হইয়াছে।

ফরিদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শের। বাড়ির মধ্যে আসুন।

ফরিদ। না, ভিতরে আর যাবার আবশ্যক নাই, সম্রাটএই পত্র-
খানি আপনাকে দিয়াছেন।

শের। (পত্র পাঠ করিয়া।) যাও, নব সম্রাট জাহাঙ্গীরকে
বলগে, যে শের আফগান জীবিত থাক্‌তে নুরজাহানকে
কখনই দেবে না।

ফরিদ। তুমি কি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে পার্‌বে ?

শের। যতক্ষণ পারি। ফরিদ, তাই বলে তোমার সম্রাটের দুই
চারি শত সৈন্যে আমার কিছুই করতে পারিবে না।

ফরিদ। শের আফগান, ঐ দেখ পশ্চিমদিকে কি ভয়ঙ্কর ধূলা রাশি উড়িতেছে। উহা কি, বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ,—দিল্লীশ্বরের অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য তোমার বাটি আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ঐ দেখ, ওরা প্রায় ক্রমে এসে পড়লো, এখনও যদি জীবনের আশা থাকে, তাহা হইলে নুরজাহানকে এনে দাও; আমরা বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া চলিয়া যাই।

শের। শের আফগান জীবিত থাকতে তো নয়।

(সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ফরিদ শের আফগানকে আক্রমণ করিতে ইঙ্গিত করায়। শের আফগান অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিয়া বক্ষঃস্থলে বর্শাঘাতে মূর্চ্ছা হইয়া পতিত।)

শের। উঃ! মৃত্যুকালে নূরজাহানকে একবার চক্ষের দেখাও দেখ্‌তে পেলুম না। হায়! অদ্য ছয় মাস পূর্ণ হইল, কল্য আমি নুরজাহানকে বিবাহ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিব মনে করেছিলাম; কিন্তু সে আশালতা অঙ্কুরিত করে বিধি কুঠারাঘাত করিলেন। আক্‌বর সা! কেন তুমি আমায় নুরজাহানকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলে, তাহা না হইলে ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হতে হত না। হায়! এ রত্নাকর ভূমি অপেক্ষা সেই প্রস্তরময় আফগানিস্থান আমার পক্ষে সহস্র গুণে ভাল ছিল। তাহা হইলে আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর সমক্ষে মরিতে পারিতাম। ওঃ! পিতা মাতার সঙ্গে আর আমার এ জন্মের আর দেখা হল না। মাগো! একবার তোমার শের আফগানের দশা দেখে যাও। তোমার শের আফগান জন্মের মত

চলিল (ফরিদের প্রতি চাহিয়া)। ফরিদ যাও, তুমি সেলিমকে বল গে, শের আফগান নুরজাহানকে বিবাহ করে নাই, ছয় মাস পরে বিবাহ করিবে বলিয়া নুরজাহান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু ছয় মাস অতীত হইতে না হইতেই তাহাকে তুমি যমালয়ে পাঠাইয়াছ। ওঃ, মাগো!

(মৃত্যু)

ফরিদ। তোরা জনকতক নুরজাহানকে এই শিবিকা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিয়ে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

—**—

দিল্লীর রাজসভা

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবিষ্ট।

ফরিদ। মহারাজ, অনেক যুদ্ধের পর সে বেটাকে মেরে নুরজাহানকে নিয়ে আসা গেছে।

জাহা। নুরজাহানকে একবার আমার নিকটে লয়ে এস।

(একজন প্রহরীর দ্রুতবেগে গমন এবং নুরজাহানকে সভায় আনয়ন)

জাহা। নুরজাহান! আমি তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আনি নাই। পঙ্কে পতিত গোলাপ পুষ্প কে আর কোথায় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া থাকে? আমি তোমাকে চক্ষের দেখা

দেখিবার নিমিত্ত, তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়া, লইয়া আসিয়াছি ; কিন্তু আর তোমায় দাসির মত বাস করিতে হইবে না।

নূর। রাজপুত্র, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, শের আফগান আমাকে বিবাহ করে নাই। আমি তাকে ছয় মাস পরে বিবাহ করিব বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলাম।

জাহা। ও কথা আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

ফরিদ। (দণ্ডায়মান হইয়া) মহারাজ, নুরজাহান যথার্থ কহিতেছে, শের আফগানও মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে যে সে নুরজাহানকে বিবাহ করে নাই।

জাহা। উঃ, তবে দেখ্‌চি শের নিশ্চয়ই একজন বীর পুরুষ ছিল। এ, যে দেখ্‌চি প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞা মান্‌তো। সে মৃত্যুকালে একথা বলিয়া আমাদিগের (নুরজাহান এবং জাহাঙ্গীরের) যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছে তাহা আর কি বলিব, উভকেই চিরকাল মনদুঃখে কালযাপন করিতে হইত। আহা! শের যদি নির্ব্বিবাদে নুরজাহানকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিত, তাহা হইলে হতভাগ্যের আজ প্রণটা যাইত না ; আজ তাকে আমি নিশ্চয়ই বঙ্গের নবাব করিয়া দিতাম। (সিংহাসন হইতে নামিয়া নুরজাহানের হস্ত ধরিয়া) হৃদয়েশ্বরী, আমার মত পাষণ্ড আর এ জগতে নাই, তাহা না হইলে, কি আমি তোমার মত সরলা, স্থিরচিত্রা বালিকাকে ভৎর্সনা করিতে পারি। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নূর। সে সব কথা আর আপনি মনে করিবেন না। ছয় মাসের

মধ্যে শের আফগান আমাকে বিবাহ করে নাই ইহাকেই বা শীঘ্র বিশ্বাস করিবে ?

জাহা। এস, তোমার সহিত একবার সিংহাসনে বসিয়া জীবন সার্থক করি (জাহাঙ্গীর নুরজাহানের হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে উপবেশন)।

প্রহরী। মহারাজ, একটি ভৈরবী রাজসভায় আসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।

জাহা। আচ্ছা, তাকে আস্‌তে বল।

(ভৈরবী রাজসভায় প্রবেশ করিয়া গান করিতে করিতে অপর দ্বার দিয়া গমনোদ্যত)

রাগিনী পাহাড়িয়া তাল আড়াঠেকা।

নাথ, অরণ্যে তোমারে ছাড়ি করিয়া গমন,
ভাবিলাম মনেতে আমি, ত্যজিবে তুমি জীবন।
পিতার আদেশ তরে, ত্যজিয়া প্রিয় জনেরে,
দুঃখিত অন্তরে আমি করিতেছি কালযাপন।
পেয়ে নব প্রিয়সীরে, আছ প্রফুল্ল অন্তরে,
শুনি সুখ পারাবারে, হতেছি নাথ সদা মগন।
লয়ে নুরজাহানীরে বসেছ সিংহাসনোপরে,
দেখিতে মিলন শোভা এসেছি আমি এখন।

জাহা। অ্যাঁ, এ যে দেখ্‌চি আমার সেই মনোরমা। মনোরমে, তুমি যেওনা, একবার তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিয়া যাও। আমি তোমার পিতার আজ্ঞা আর লঙ্ঘন করিতে অনুরোধ করিব না, প্রেমের কথাও আর তোমায় বলিব না (মনোরমা জাহাঙ্গীরের প্রতি ফিরিয়া যোড় হস্ত করিয়া প্রস্থান)

জাহা। আচ্ছা আমার সহিত কথা কহিলে, তোমার যদি নিতান্তই কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে আবশ্যক নাই।

(মনোরমার সভা হইতে প্রস্থান)

জাহা। (একজন প্রহরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) অরে দেখ্ দিকিন ভৈরবীটী কোন্ দিকে গেল।

প্রহরী। যে আজ্ঞা (প্রহরীর দ্রুতবেগে গমন ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ)।

প্রহরী। মহাশয়, আমি চতুর্দ্দিকে বিলক্ষণ করিয়া দেখিলাম, কই কোন দিকেও ত আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

জাহা। হায়! কতদিন পরে দেখা দিয়ে, আমার শোকানল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া গেল। মন্ত্রীবর! আপনি এক্ষণে সভাস্থ সমস্ত লোকদিগকে বিদায় দিন। (নুর-জাহানের প্রতি) প্রিয়ে, এস আমরা বাটির মধ্যে গমন করি। (নুরজাহানের হস্ত ধরিয়া জাহাঙ্গীরের গমন) এবং সভা ভঙ্গ।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।